বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.brdb.gov.bd

উন্নত পল্লী উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	: আঃ গাফ্‌ফার খান মহাপরিচালক, বিআরডিবি, ঢাকা।
তারিখ	: ২৮/০৩/২০২৩ খ্রি.।
সময়	: সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	: বিআরডিবি'র সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিতি পরিশিষ্ট ' ক '-তে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন সরকারি কাজে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রচলিত ধ্যান-ধারনা পরিবর্তন করে জনসেবামুখী করার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ/দাপ্তরিক/নাগরিক সেবা গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কিংবা তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হচ্ছে আমাদের অংশীজন। এই সভায় তাদের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অতঃপর সভাপতি বিআরডিবি'র শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাঠামোর ফোকাল পয়েন্ট ও উপপরিচালক, (জনসংযোগ ও সমন্বয়) কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনার অনুরোধ করেন। উপপরিচালক, (জনসংযোগ ও সমন্বয়) গৃহিত কর্মপরিকল্পনা ও প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন।

উপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের সময়-সীমা নির্ধারিত এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টিও সেখানে উল্লেখ রয়েছে বিধায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সকলকে তার নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। অন্যথায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং বিআরডিবি'র সামগ্রিক কর্ম মূল্যায়ন ব্যাহত হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তার কার্যক্রম সম্পন্ন করার অনুরোধ করেন। তিনি কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সভায় উপস্থিত সকলকে ও ভার্চুয়ালি সংযুক্ত মাঠ পর্যায়ের উপরিচালক, ইউআরডিও, সাংবাদিক, আইনজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরকে আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় বিআরডিবি'র পরিচালকগণ, উপরিচালকগণ, আইনজীবীসহ অংশীজনরা মতামত প্রদান করেন।

সভায় নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় :

১) উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিআরডিবি নৈতিকতা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মহাপরিচালক বলেন নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রয়োজন।

২) সভায় জানান হয় কর্মপরিকল্পনার ১.৫ অনুচ্ছেদে কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত) অকেজো মালামাল নিস্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াস রুমের ব্যবস্থা করা সূচকে বিআরডিবি ৩টি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যথা :

ক) পিপিআর অনুসরণে টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিস্পত্তি করা হবে।

খ) বিআরডিবিতে মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াস রুমের ব্যবস্থা করা সূচকে ইতোমধ্যে মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াসরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ওয়াস রুমগুলোতে বড় অক্ষরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ওয়াসরুম লেখা হয়েছে। মহাপরিচালক বলেন মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ওয়াস রুমগুলোতে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে।
গ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি করে অফিস কক্ষ অর্থাৎ কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখতে হবে।

৩) আলোচনায় কর্মপরিকল্পনা ২.১ হতে ২.৫ অনুযায়ী সভায় জানান হয় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ব্যয় ও উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। মহাপরিচালক বলেন রাজস্ব বাজেট ব্যয় ও উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং আগামী ৩০ জুনের মধ্যে যথাযথভাবে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে এখন থেকেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) বলেন, বিআরডিবিতে চলমান প্রকল্পসমূহের পিআইসি সভা নিয়মিত হচ্ছে। তিনি শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পিআইসি সভা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালকদের অনুরোধ করেন।

প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন/কম্পিউটার/আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর বিষয়ে উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) বলেন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০২৮ ও প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মহাপরিচালক বিআরডিবি জানান যে, বিআরডিবি একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, তাই বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৮ ও প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে বিআরডিবি'র সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন ও সম্পদ বিআরডিবি'র সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

৪) কর্মপরিকল্পনার ৩.১ অনুসারে সভায় মহাপরিচালক বলেন সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হতে হবে, জ্বালানী বরাদ্দের ২০% সাশ্রয় করতে হবে। মহাপরিচালক বলেন বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সকল দপ্তরে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে কৃচ্ছতা অবলম্বন করতে হবে।

৫) দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে ঋণ কার্যক্রমের অনলাইন রির্পোটিং বিষয়ে সভায় জানান হয় বিআরডিবি যশোর জেলার ইরেসপো প্রকল্পভুক্ত উপজেলা ও এসএমই ঋণ কার্যক্রমে অনলাইন রির্পোটিং সিস্টেম চলমান রয়েছে। সভায় উপপরিচালক প্রোগ্রামিং জানান সমন্বিত সফটওয়্যার শিঘ্রই চালু হবে তখন অনলাইন রির্পোটিং কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

৬) কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি বাস্তাবায়নে স্বচ্ছতা আনয়ন: বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান প্রকল্প (পিইপি) তে উক্ত প্রণোদনা তহবিলের অর্থ এসএমই ঋণ হিসেবে পুনর্বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এটি সারা দেশে বাস্তবায়নের জন্য এসএমই ঋণের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরী বলে মহাপরিচালক মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন এই ঋণ মাঠে পুনর্বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার হার নির্ধারণ করতে হবে। উপপরিচালক (সম্প্রসারণ) বলেন, এসএমই ঋণের নীতিমালা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং নীতিমালা অনুমোনের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

৭) ডিজিটাল হাজিরা মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ : উপপরিচালক জনসংযোগ ও সমন্বয় বলেন কোভিড-১৯ এর কারণে ডিজিটাল হাজিরা কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছ। খুব শীঘ্রই স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ তা আবার চালু করা হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক মহোদয় উপপরিচালক (প্রশাসর-২) কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়া সভায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জানান শুদ্ধাচার কৌশল সরকারের সকল দপ্তরে বাস্তবায়নের ফলে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। ফলে সরকারী সেবা প্রাপ্তি নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে বলে তাঁরা মনে করেন। সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এ্যাডভোকেট আঃ রহমান বলেন, সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সঠিক ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সুযোগ থাকে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। প্রতিদিনের সংবাদ পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক গাজী শাহ নেওয়াজ বলেন বিভাগওয়ারী গনশুনানির মাধ্যমে জনগণের সমস্যা সম্পর্কে জেনে ব্যবস্থা নিয়ে সুশাসন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্যই গণশুনানির ব্যবস্থা করা জরুরী এবং এ বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় একমত পোষণ করেন। খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার ইউআরডিও জনাব মোঃ তারিকুর রহমান দিঘলিয়া উপজেলায় সদস্যদের পাশ বইয়ের পিছনে সিল দিয়ে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার মোবাইল ফোন নম্বর লিখে দেয়ার ব্যতিক্রমী যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা মহাপরিচালক সকল উপজেলায় চর্চা করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। উপপরিচালক শরীয়তপুর এসএমই ঋণের অর্থ পুনর্বিনিয়োগের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন। উপপরিচালক পিরোজপুর বিআরডিবি'র মামলা পরিচালনার জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে

মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, প্রয়োজন হলে মামলা পরিচালনার জন্য বাজেট দেয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করা হবে। মহাপরিচালক মহোদয় সঠিক প্রশিক্ষকের দ্বারা যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ বিতরণকালে যাচাই করে সঠিক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এভাবে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সঠিক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করা হলে ঋণ খেলাপী হবে না এবং মামলা করার প্রয়োজনও হবে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

১) নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত শতভাগ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ওয়াসরুমগুলোতে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) রাজস্ব বাজেট ব্যয় ও উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং আগামী ৩০ জুনের মধ্যে যথাযথভাবে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে এখন থেকেই সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪) সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে । যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হতে হবে, জ্বালানী বরাদ্দের ২০% সাশ্রয় করতে হবে ।
৫) নিয়মিত পিআইসি সভার আয়োজন করতে হবে।
৬) সকল উপজেলায় এসএমই ঋনের পুনর্বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৭) ঋণ কার্যক্রমে অনলাইন রির্পোটিং সিস্টেম চলমান রাখতে হবে।
৮) ঋণ বিনিয়োগের পূর্বে সঠিক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।
৯) ঋণ কার্যক্রমের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

১০) সঠিক প্রশিক্ষক দ্বারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১১)দিঘলিয়া উপজেলার ন্যায় অন্যান্য উপজেলাতেও সদস্যদের পাশবহির পিছনে সিল দিয়ে ইউআরডিও এবং এআরডিও'র অফিসিয়াল ফোন নম্বর লিখে দিতে হবে।
১২) জেলা হতে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জেলা-উপজেলাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় উপস্থাপন হয়নি। সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

২৭/৩/২৩
আঃ গাফ্ফার খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.১০২.০৬.০০৩.২২. তারিখ : /০৩/২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। উপপরিচালক, (সকল জেলা)................................জেলা, বিআরডিবি।
২। উপপরিচালক,..বিআরডিবি, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। জনাব/বেগম..
৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

২৭/০৩/২০২৩
মোঃ নুরুজ্জামান
উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)
ফোন : ৫৫০১১৭৩৪